



বৈদিক জ্যোতিষে (জ্যোতিষ), বিবাহের বিলম্ব (বিলম্ব) এবং বিবাহ না হওয়া বা অভাবের (বিবাহ অভাব) মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত শনির ধীরগতির এবং বাধা প্রদানকারী দৃষ্টির কারণে বিলম্ব ঘটে থাকে, তবে অংশীদারিত্ব, আইনি বন্ধন এবং মানসিক আকাঙ্ক্ষার কারক গ্রহগুলি যখন কোনও শুভ প্রভাব ছাড়াই পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন বিবাহ একেবারেই অসম্ভব বা না হওয়ার যোগ তৈরি হয়।

যখন কোনও কুণ্ডলীতে বিবাহ না হওয়ার যোগ দেখা যায়, তখন জাতকের অবচেতন মনে বিবাহের প্রতি কোনও গভীর আগ্রহ থাকে না, তারা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা/আধ্যাত্মিকতাকে অগ্রাধিকার দেয় অথবা বিবাহের উদ্যোগ নিলেই সমাধানের অতীত বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়।

১. ডি১ এবং ডি৯-এ সপ্তমপতির পীড়ন

সপ্তম ভাবের অধিপতি (সপ্তমেশ) হলেন আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব বা দাম্পত্যের প্রতীক ভিত্তি। যখন তিনি প্রতিকূল ভাবে অবস্থান করেন এবং অশুভ গ্রহ দ্বারা আক্রান্ত হন, তখন বিবাহের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে:

• **জন্ম কুণ্ডলীর (ডি১) সপ্তমপতি দুঃস্থানে অশুভ গ্রহ দ্বারা পীড়িত:** সপ্তম ভাবাধিপতি ষষ্ঠ ভাবে (ঋণ, বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা), অষ্টম ভাবে (দীর্ঘস্থায়ী সংকট, আকস্মিক বিচ্ছেদ), বা দ্বাদশ ভাবে (ক্ষতি, বিচ্ছিন্নতা) অবস্থান করছেন এবং একই সাথে নৈসর্গিক অশুভ গ্রহের (মঙ্গল, শনি, রাহু, কেতু, রবি) দৃষ্টি বা যুতির দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন।

• **নবাংশের (ডি৯) সপ্তমপতি দুঃস্থানে অশুভ গ্রহ দ্বারা পীড়িত:** নবাংশ চক্র অংশীদারিত্ব বা দাম্পত্যের পরিণতি এবং ভাগ্যকে প্রতিফলিত করে। ডি৯ চক্রের সপ্তমপতি যদি ডি৯-এর ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ ভাবে অবস্থান করেন এবং অশুভ গ্রহ দ্বারা পীড়িত হন, তবে আত্মার স্তরে বিবাহ টিকিয়ে রাখার কার্যকর ক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।

২. শুক্রের সম্পূর্ণ পীড়ন (মিলনের কারক)

শুক্র ভালোবাসা, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং জীবনসঙ্গীকে আকর্ষণ করার ব্যক্তিগত ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। শুক্রের মারাত্মক পীড়ন বা দুর্বলতা রোমান্টিক পথটিকে রুদ্ধ করে দেয়:

• **নীচস্থ শুক্র:** শুক্র তার নীচ রাশিতে (কন্যা) অবস্থান করলে, যেখানে অতিরিক্ত খুঁতখুঁতে বিশ্লেষণ, নিখুঁততার মোহ বা সংশয়বাদ মানসিক সংযোগের উপর প্রাধান্য পায়।

• **দুঃস্থানে শুক্রের অবস্থান:** শুক্র ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ ঘরে অবস্থান করা, বিশেষ করে যখন কোনো শুভ গ্রহের দৃষ্টি বা সমর্থন থাকে না। ষষ্ঠ ঘরে এটি বিরোধ সৃষ্টি করে; অষ্টম ঘরে আকস্মিক মানসিক আঘাত দেয়; এবং দ্বাদশ ঘরে (পীড়িত হলে) অতিরিক্ত পরনির্ভরশীলতা বা বৈরাগ্য তৈরি করে।

• **পাপগ্রহ দ্বারা শুক্রের পীড়ন:** শনি, মঙ্গল, রাহু বা কেতুর মতো তীব্র পাপগ্রহের সাথে শুক্রের অবস্থান বা যুক্ত থাকা।

• শনির সাথে যুযুতি কামনা-বাসনাকে স্তিমিত করে এবং কঠোর বাধার সৃষ্টি করে।

• মঙ্গলের সাথে যুযুতি তীব্র অস্থির দ্বন্দ্ব এবং অহংকারের লড়াই তৈরি করে।

• রাহুর সাথে যুযুতি বিশৃঙ্খল, সীমালঙ্ঘনকারী মোহ বা ভিত্তিহীন প্রত্যাশা তৈরি করে।

• কেতুর সাথে যুযুতি উদাসীনতা, মানসিক বিচ্ছিন্নতা এবং ত্যাগের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

• **সূর্য বনাম শুক্রের ভারসাম্যহীনতা:** শুক্রের উপর সূর্যের অতিরিক্ত প্রভাব মাত্রাতিরিক্ত অহংকারের মাধ্যমে গ্রহটির কোমলতাকে দখল করে, অন্যদিকে শুক্রের চরম পীড়ন অস্বাস্থ্যকর পরনির্ভরশীলতা তৈরি করে, যা সম্পর্কের ক্ষেত্রে বারবার প্রত্যাখ্যান হওয়ার দিকে পরিচালিত করে।

৩. কেতুর ভূমিকা: ত্যাগের গ্রহ

কেতু হলো স্বাভাবিক মোক্ষ কারক — আধ্যাত্মিক মুক্তি এবং অনাসক্তির নির্দেশক। জাগতিক চুক্তি বা চিরাচরিত পারিবারিক কাঠামোর প্রতি এর কোনো আগ্রহ নেই:

- সপ্তম ভাবে কেতু:** বিবাহের ভাবে এককভাবে অবস্থান করলে বা অত্যন্ত প্রভাবশালী হলে, কেতু সম্পর্কের প্রতি এক স্থায়ী অনাগ্রহ, মানসিক বিচ্ছিন্নতা বা অংশীদারিত্বের কোনো মৌলিক প্রয়োজনীয়তা নেই এমন অনুভূতির সৃষ্টি করে।
- সপ্তমেশ বা জন্মকালীন শুক্রের সাথে কেতুর যুতি:** কেতু যখন সপ্তম ভাবের অধিপতির সাথে যুক্ত হয় বা শুক্রকে স্পর্শ করে, তখন তা জাগতিক প্রেমের কার্মিক বন্ধন ছিন্ন করে জাতকের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে আধ্যাত্মিক স্বায়ত্তশাসন, নির্জন গবেষণা বা বৈরাগ্যপূর্ণ অনাসক্তির দিকে পরিচালিত করে।

৪. শনি ও রাহুর প্রভাব (Nexus)

যখন সর্বাধিক প্রভাবশালী বিঘ্ন সৃষ্টিকারী দুটি কার্মিক গ্রহ বৈবাহিক অক্ষের উপর তাদের সম্মিলিত প্রভাব বিস্তার করে, তখন বিবাহ সম্পন্ন হতে চরম বাধার সৃষ্টি হয়:

- সপ্তম ভাব, সপ্তমেশ বা শুক্রের উপর যৌথ প্রভাব:** যখন শনি (স্ববিরতা, ভয়, কর্তব্য) এবং রাহু (বিশৃঙ্খলা, অতি-আসক্তি, আকস্মিক বিপর্যয়) উভয়ে যৌথভাবে সপ্তম ভাবে দৃষ্টি দেয় বা অবস্থান করে, সপ্তমেশের সাথে যুক্ত হয় অথবা শুক্রকে পীড়িত করে, তখন সম্পর্কের ভিত্তিটি ভয় এবং অস্থিরতার এক কঠিন জাঁতাকলে আটকে পড়ে।

৫. পীড়িত বা নীচস্থ বৃহস্পতি

বৃহস্পতি (গুরু) হলেন দিব্য রক্ষক, ভাগ্যের (কৃপা) দাতা এবং একজন নারীর কুণ্ডলীতে স্বামীর প্রধান কারক গ্রহ:

- মকর (Makara) রাশিতে নীচস্থ বৃহস্পতি:** নীচভঙ্গ (Neecha Bhanga) ছাড়া বৃহস্পতি যখন মকর রাশিতে তার শক্তি হারায়, তখন জন্মছকের ওপর তার সুরক্ষামূলক প্রভাব ব্যাহত হয়।
- দুঃস্থানে বৃহস্পতি (ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ ভাব):** বৃহস্পতি ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ ভাবে অবস্থান করলে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ককে আশীর্বাদ করার, ধার্মিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার বা একজন সহায়ক জীবনসঙ্গী প্রদান করার স্বাভাবিক ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

রোগনির্ণয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট: বিলম্ব বনাম অস্বীকার

একটি কুণ্ডলীতে বিবাহযোগ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত বা অস্বীকার করা হয়েছে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে, নিশ্চিত করুন যে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ হয়েছে:

১. সামগ্রিক অশুভ প্রভাবের নিয়ম: একটি মাত্র অবস্থান (যেমন কেবল সপ্তম ভাবে কেতু অথবা কেবল কন্যা রাশিতে শুক্র) বিলম্ব, উচ্চ মানদণ্ড বা অপ্রচলিত সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়, পুরোপুরি অস্বীকার নয়। বিবাহ পুরোপুরি অস্বীকার হওয়ার জন্য D1 এবং D9 উভয় কুণ্ডলীতেই উপরে উল্লিখিত কারণগুলির মধ্যে অন্তত ৩ থেকে ৪টি একসাথে সক্রিয় থাকা প্রয়োজন।

২. শুভ গ্রহের সহায়তা খুঁজুন: কোনো অশুভ প্রভাবহীন বৃহস্পতি বা শুভ স্থানে অবস্থিত বুধের সপ্তম ভাব বা সপ্তমেশ-এর উপর সরাসরি দৃষ্টি থাকলে তা অস্বীকারের পরিস্থিতি ভেঙে দিয়ে সেটিকে একটি দেরিতে হওয়া, অপ্রচলিত বা আধ্যাত্মিক বিবাহের রূপ দিতে পারে।

৩. দশা সময়কাল নিরীক্ষণ করুন: যদি জীবনের প্রধান প্রাপ্তবয়স্ক বছরগুলি (২২ থেকে ৪৫ বছর বয়স) শুক্র বা সপ্তমেশ-এর কোনো অন্তর্দর্শার সহায়তা ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে কেতু, ষষ্ঠেশ বা অষ্টমেশ-এর মহাদশায় প্রভাবিত থাকে, তবে বিবাহের বাস্তব রূপ কার্যকরভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

<https://astroarpitanath.com/bangla/denial-of-marriage/>

জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।